প্রেসিডেন্টের ভাষণ আলোচনা ১৯৮৭

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহি কাফা ওয়াসালামুন আলা ইবাদিহিল্ লাজিনাছ-তফা। মাননীয় স্পীকার, আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি নবী রসূলগণকে এবং সাহাবাগণকে যাঁরা আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় কায়েম করে গেছেন এবং স্মরণ করছি ঐ সমস্ত শহীদদের যাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত জীবনবিধানকে বাস্তবায়ন করার জন্য শাহাদত বরণ করেছেন। সেই সমস্ত শহীদ হলোঃ শহীদ আঃ মালেক, শহীদ শাব্বীর আহমদ, শহীদ আব্দুল হামিদ, শহীদ আইয়ুব আলী, শহীদ আব্দুল জব্বার, শহীদ আব্দুল মতিন, শহীদ রাশিদুল হক রশিদ, শহীদ শীষ মোহাম্মদ, শহীদ মোঃ সেলিম, শহীদ শাহাবুদ্দিন, শহীদ মোঃ বাকীউল্লাহ, শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর, শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীর, শহীদ মাহফুজুল হক চৌধুরী, শহীদ হাফেজ আব্দুর রহিম, শহীদ মোস্তফা আল মোস্তাফিজ, শহীদ খুরশীদ আলম, শহীদ আমীর হোসাইন ও শহীদ জসিম উদ্দিন।

(বাধা প্রদান)

জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ অর্ডার।

জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান ঃ মাননীয় স্পীকার, আমি রাষ্ট্রপতির ভাষণের তৃতীয় পৃষ্ঠায় ৮ নম্বরে যা বলেছেন, সেটা পড়ছিঃ

পাঁচ বছর আগে কি পরিস্থিতিতে আমাদের হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা আপনারা জানেন।'

মাননীয় স্পীকার, আমি যতটুকু জানি তার ভিত্তিতেই কথা শুরু করছি। আমাদের রাজনীতির সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য হল দেশের তিনজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মধ্যে দুইজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয়েছে এবং একজনকে উৎখাত করা হয়েছে। এই হত্যার রাজনীতি থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে না পারলে জাতির আগামী দিনের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার। ক্ষমতা হস্তান্তরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দেশে চালু করতে হলে গণতন্ত্রকে পূর্ণভাবে বিকাশ করতে হলে দেশের রাজনীতিকে অবশ্যই অস্ত্রমুক্ত করতে হবে।

আমি পুনরায় বলছি দেশের রাজনীতিকে অবশ্যই অস্ত্রমুক্ত করতে হবে। দেশের রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করতে হলে সেনাবাহিনীকে রাজনীতি মুক্ত করতে হবে অথবা রাজনীতিকে সেনাবাহিনী মুক্ত করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চেয়েছেন খুব জোরেসোরে। আমিও জোরেসোরে বলতে চাই যারা বন্দুক দ্বারা ক্ষমতা দখল করে, তাদের পক্ষে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া কোন কালেই সম্ভব নয়।

মাননীয় স্পীকার সপ্তম সংশোধনী পাশ হয়েছে, গণতন্ত্র এসেছে বলে কথা বলা হয়। অথচ

সপ্তম সংশোধনী পাশ হবার পর জনসভা করার স্থান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সপ্তম সংশোধনীর উপরে একটা জনসভা হচ্ছিল সেখানে হামলা করে জনসভা করার অধিকার পর্যন্ত খর্ব করা হয়েছে, সাংবাদিকদের প্রহার করা হয়েছে।

সপ্তম সংশোধনীর অর্থ কী মাননীয় স্পীকার? সপ্তম সংশোধনীর নামে জনসভা বন্ধ করা, মিছিল নিষিদ্ধ করা, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। কিছুদিন আগে যখন জনসভা হচ্ছিল তার উপর হামলা চালান হয়েছিল এবং সাংবাদিকদের প্রহার করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, দেশে একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিল, নির্বাচিত সংসদ ছিল, সংসদ সদস্যের দ্বারা প্রণীত একটি সংবিধানও ছিল, মন্ত্রিসভাও ছিল। কিন্তু সব কিছু বাতিল করা হয়েছে, ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কেন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, এটা জাতির কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব পেলেই ধন্যবাদ প্রস্তাব আসতে পারে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জন্য যে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে, সেই দুর্নীতি যদি চলে যায়, তাহলে হয়তো ধন্যবাদ এসে যেতো এবং সেটা শোভা পেত। কিন্তু দুর্নীতি মাননীয় স্পীকার, এখন কি আছে না নেই, এটা জাতির কাছে প্রশ্ন? যদি থাকে তাহলে সেই কথা আজ আর ধোপে টিকে না। আজকে আমার সামনে যারা এই রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের পক্ষে কথা বলেন, আমার কোন বন্ধু প্রশ্ন করেন তাঁরা কোন পন্থী? তিনি আরও বলেছিলেন, এরা কোন দেশের আদর্শ-পন্থী-আমেরিকান, রাশিয়ান, চীন, বিভিন্ন পন্থী? আমি কোন পন্থী খুঁজে পাই নাই। আমি একটাই খুঁজে পেয়েছি, এরা গদি-পন্থী ওদের শ্লোগান গদি আছে যেখানে আমরা আছি সেখানে।

মাননীয় স্পীকার, আজকে যারা হাজার বছরের মধ্যে এমন কোন মহামানব লৌহমানবকে দেখেন নাই বলে বক্তব্য দিচ্ছেন, এরা অতীতেও এই বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং আগামীতেও যদি কেউ আসে, এ ধরনের বক্তব্য তারা রাখবেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। মাননীয় স্পীকার, আর এ ধরনের রাজনীতিকে বলা হয়ে তোষামোদের রাজনীতি। এরা দেশান্তর বসন্তের কোকিল, এরা সুখের সঙ্গে থাকতে চান, যখন দুঃখ আসে এদের টিকিও খুঁজে পাওয়া যায় না।

মাননীয় স্পীকার, আজকে এই ৩১পৃষ্ঠার বইতে যা পড়েছি, তা আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই। রাষ্ট্রপতির ভাষণের এই বইটিতে প্রতি অক্ষরে প্রতি বাক্যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে, অপরাধ স্খলনের একটা সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, আমিত্বের বাগাড়ম্বরের বক্তৃতা ওর মধ্যে পাওয়া গেছে। Near about one hundred 'আমি এবং আমরা ওর মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, মাননীয় স্পীকার! সব কৃতিত্ব এবং সব প্রশংসা নিজের কাঁধে নেওয়ার একটা মানসিকতা এই বক্তৃতার মধ্যে ফুটে উঠেছে। সুনামপিয়াসী নীতি, আত্মপিয়াসী-নীতি-এই বক্তৃতার লাইনে লাইনে আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে, মাননীয় স্পীকার! প্রেসিডেন্টের ভাষণে জাতি একটা দিক-নির্দেশনা চেয়েছিল। কিন্তু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি প্রেসিডেন্টের ভাষণ থেকে সেই দিক-নির্দেশনা পায়নি, মাননীয়